যে পূত পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পূত পবিত্র রাখেন।
[সহীহ বুখারী]

সত্য ও মানবতার পক্ষে অবিচল

মাসিক
নব জ্যোতি
The Monthly Novo Joti
Web: www.novojoti.com

সৎকার্যে পরস্পরকে সহযোগিতা করো।
[সূরা মায়িদা ৫:২]

রেজি নং- ০৬/২০২৫, বর্ষ-১, সংখ্যা-১২, সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রি., (১৭ ভাদ্র - ১৫ আশ্বিন ১৪৩৩ বাংলা, (১৮ রবিউল আউয়াল - ১৭ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরী), পৃষ্ঠা-০৪, মূল্য-১০ টাকা।

একনেকে মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণে ৭৫২ কোটি টাকা অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের অভিনন্দন জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করছে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপি

নবজ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক :
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ প্রকল্পে ৭৫২ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু, পানিসম্পদ মন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানী এবং নোয়াখালী-৫ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মুহাম্মদ ফখরুল ইসলামকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়েছে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন।

এ উপলক্ষে মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাতে বসুরহাটের নির্ভর কনভেনশন হলে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে বক্তব্য দেন নোয়াখালী জেলা বিএনপির সদস্য ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক নুরুল আলম শিকদার। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ কোম্পানীগঞ্জসহ বৃহত্তর উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি। রেগুলেটরটি ভেঙে যাওয়ার পর নদীভাঙন, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার কারণে স্থানীয় জনজীবন ও কৃষি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নতুন রেগুলেটর নির্মাণের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে নদীভাঙন ও জলাবদ্ধতা মোকাবিলার পাশাপাশি কৃষি ও জনজীবনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ২৬ আগস্ট প্রবল বর্ষণ ও উজানের ঢলে মুছাপুরের পুরোনো ২৩ ভেন্টের রেগুলেটরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ভেঙে

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কোম্পানীগঞ্জের রাজনীতিতে তিন দশকের পথ চলায় "জাহিদুর রহমান রাজন"

ছাত্ররাজনীতি থেকে যুবদলের নেতৃত্ব-সংগ্রাম ব্যবসা ও জনসম্পৃক্ততার এক দীর্ঘ পথচলা

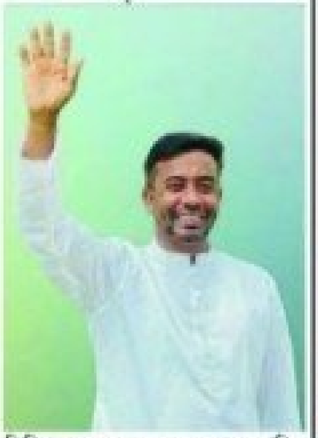

নব জ্যোতি ফিচার ডেস্ক:
নদী-নালা, জনপদ আর রাজনৈতিক ইতিহাসে সমৃদ্ধ নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা। সেই জনপদের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রায় তিন দশক ধরে সক্রিয় একটি নাম-জাহিদুর রহমান রাজন কৈশোরে ছাত্ররাজনীতির মধ্য দিয়ে যে পথচলার সূচনা, সময়ের পরিক্রমায় তা পড়িয়েছে যুবরাজনীতি, ব্যবসা, সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং স্থানীয় নেতৃত্বের নানা অধ্যায়ে। ১৯৭৯ সালে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাট পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের আকবর হাজি বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন জাহিদুর রহমান রাজন। তাঁর বাবা আব্দুল মন্নান ও মা সেকারা বেগম। পাঁচ ভাই-বোনের পরিবারে বেড়ে ওঠা রাজনের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটে কিশোর বয়সেই। ১৯৯৭ সালে বসুরহাট এএইচসি উচ্চ বিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ছাত্ররাজনীতিতে প্রবেশ করেন তিনি। পরের বছর, ১৯৯৮ সালে দায়িত্ব পান বসুরহাট পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সভাপতির। ছাত্র রাজনীতির সেই সময়টাই তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনের ভিত তৈরি করে বলে জানান

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

নুর নবী বাবুল -চার দশকের রাজনৈতিক ও সামাজিক পথচলার এক পরিচিত মুখ

বিশেষ প্রতিনিধি:
জীবনের পথ কখনো মসৃণ নয়। কখনো সে পথে থাকে কাঁটা, কখনো প্রতিকূলতার দেয়াল, আবার কখনো মানুষের ভালোবাসা ও আস্থাই হয়ে ওঠে পথচলার সবচেয়ে বড় শক্তি। দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের নানা বাঁক পেরিয়ে এমনই এক পথচলার নাম নুর নবী বাবুল। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে রাজনীতি, সমাজ ও মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিজ্ঞতায় এলাকায় তিনি একটি পরিচিত মুখ হিসেবে নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন বলে তাঁর সমর্থকদের দাবি। নুর নবী বাবুল চৌধুরীর জন্ম চরহাজারী ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডে। তাঁর পিতা শফি উল্লাহ এবং মাতা সুফিয়া খাতুন। শিক্ষাজীবনে তিনি স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। কৈশোরেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। তাঁর নিজের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৯৮৬ সাল থেকে ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন এবং বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে পথচলা শুরু করেন। (৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

একনেকে মুছাপুর রেগুলেটর প্রকল্প অনুমোদন মুছাপুরে উৎসবের আমেজ

নবজ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক:
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে মুছাপুর রেগুলেটর পুনর্নির্মাণসহ ছোট ফেনী ও বামনী নদীর অববাহিকায় সমন্বিত বন্যা ও নদী ব্যবস্থাপনা এবং পানি নিষ্কাশনব্যবস্থার উন্নয়নে ৭৫১ কোটি ৭৭ লাখ টাকা ব্যয়ের একটি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। দীর্ঘদিনের দাবি ও প্রত্যাশিত এ প্রকল্প অনুমোদনের খবরে কোম্পানীগঞ্জের মুছাপুরসহ উপকূলীয় এলাকায় আনন্দের সঞ্চার হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদন দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি এবং নোয়াখালী-৫ আসনের সংসদ সদস্য মো. ফখরুল ইসলামকে অভিনন্দন

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কোম্পানীগঞ্জে বাপুস'র ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

মহি উদ্দিন সভাপতি, মান্নান মুন্না সেক্রেটারী

বিশেষ প্রতিনিধি:
বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির (বাপুস) কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা শাখার ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে গোপন ব্যালটে মদিনা লাইব্রেরী সত্বাধিকারী মহি উদ্দিন সভাপতি এবং মুন্না বুক সেন্টার'র স্বত্বাধিকারী এএইচএম মান্নান মুন্না সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। অন্যদিকে মাহা বুক সেন্টারের স্বত্বাধিকারী

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মানুষের পাশে থাকার প্রত্যয়ে নুরুল ইসলাম বাবু

পরিবার, প্রবাসজীবন, সামাজিক কর্মকাণ্ড ও চরহাজারীর মানুষের সঙ্গে এক দীর্ঘ পথচলার গল্প

নব জ্যোতি ফিচার ডেস্ক:
মানুষের জীবনের পরিচয় শুধু পদ-পদবি কিংবা পেশায় সীমাবদ্ধ নয়। পরিবার, সমাজ, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, দায়িত্ববোধ এবং দীর্ঘদিনের কর্মকাণ্ডসবকিছু মিলেই তৈরি হয় একজন মানুষের জীবনকথা। নুরুল ইসলাম বাবুর জীবনপথও তেমনই একটি গল্প যেখানে পারিবারিক মূল্যবোধ, দীর্ঘ প্রবাসজীবন, সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ড, সাংগঠনিক সম্পৃক্ততা এবং চরহাজারীর মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার প্রচেষ্টা রয়েছে। নুরুল ইসলাম বাবুর ভাষায়, মানুষের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পরিচয় কোনো পদ নয়, মানুষের প্রয়োজনের সময়ে কতটা পাশে থাকা যায়, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। নুরুল ইসলাম বাবুর সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডের পেছনে রয়েছে পারিবারিক একটি দীর্ঘ ধারাবাহিকতা। তাঁর বাবা নুরুল করিম মেম্বার দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি কোম্পানীগঞ্জ ফোরাম, ইউএসএ-এর সভাপতি, মরহুম

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

নব জ্যোতি
The Monthly Nava Joti

সম্পাদকীয়

সাংবাদিকতা সত্য নীতি ও দায়িত্বশীলতার পথে

সাংবাদিকতা শুধু একটি পেশা নয়; এটি মানুষের জানার অধিকার নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ জনসেবামূলক দায়িত্ব। সমাজের অনিয়ম, দুর্নীতি, অপরাধ, বৈষম্য ও মানুষের নানা সমস্যা তুলে ধরার পাশাপাশি উন্নয়ন, সম্ভাবনা ও ইতিবাচক কর্মকাণ্ড জনগণের সামনে উপস্থাপন করাও সাংবাদিকতার দায়িত্ব। সত্য ও বস্তুনিষ্ঠতাকে ধারণ করে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা একটি সচেতন, জবাবদিহিমূলক ও মানবিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সংবাদমাধ্যমকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়। তাই সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির সততা, নিরপেক্ষতা, পেশাগত দক্ষতা, সাহস ও দায়িত্ববোধ থাকা জরুরি। একজন সাংবাদিকের একটি সত্য সংবাদ যেমন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে, তেমনি যাচাইহীন বা মিথ্যা সংবাদ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।

বর্তমানে প্রিন্ট, অনলাইন, টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম—বিভিন্ন মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। মাধ্যম ভিন্ন হলেও সাংবাদিকতার মূল ভিত্তি একই—সততা, তথ্যের নির্ভুলতা, জনস্বার্থ ও দায়িত্বশীলতা।

শুধু পরিচয়পত্র, ক্যামেরা, ফেসবুক পেজ কিংবা অনলাইন পোর্টালের মালিক হলেই কেউ সাংবাদিক হয়ে যান না। সংবাদ সংগ্রহ, তথ্য যাচাই, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, সংবাদ লেখা ও সম্পাদনার পাশাপাশি সাংবাদিকতার নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞান ও বাস্তব দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। একজন রিপোর্টারের দায়িত্ব হলো নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে সংবাদ তৈরি করা। ব্যক্তিগত মতামত বা পক্ষপাতকে সংবাদ হিসেবে উপস্থাপন করা উচিত নয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া তথ্য, গুজব, নকল নিউজ পোর্টাল, ভুয়া আইডি ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচারের ঝুঁকি বেড়েছে। তাই কোনো তথ্য প্রকাশের আগে উৎস, সময়, স্থান, ছবি, ভিডিও ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য যাচাই করা অত্যন্ত জরুরি।

সাংবাদিকতার অন্যতম নীতি হলো সততা, নিরপেক্ষতা, মানবিক মর্যাদার প্রতি সম্মান এবং জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া। ঘুষ, চাঁদাবাজি, অতিরঞ্জিত, ব্যক্তিগত স্বার্থে সংবাদ প্রকাশ কিংবা অপপ্রচার সাংবাদিকতার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে।

সাংবাদিকের স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্বশীলতাও অপরিহার্য। একজন সাংবাদিকের প্রকৃত পরিচয় পরিচয়পত্রে নয়; তাঁর সততা, দক্ষতা, পেশাগত আচরণ ও বিশ্বাসযোগ্যতায়। সচেতন ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতাই পারে মানুষের আস্থা অর্জন করে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে।

মডেল চরকাঁকড়া গড়ার লক্ষ্যে মাঠে গোলাম কিবরিয়া বি.এস.সি

বিশেষ প্রতিনিধিঃ

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরকাঁকড়া ইউনিয়নকে একটি আধুনিক, সুন্দর, মডেল ও জনবান্ধব ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তোলার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন বিশিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গোলাম কিবরিয়া বি. এস. সি। সম্প্রতি এক জনসম্পৃক্ত কর্মসূচিতে প্রকাশিত প্রচারপত্রে এই অঙ্গীকার প্রকাশ করা হয়। সবার আগে বাংলাদেশ মূলনীতিকে সামনে রেখে ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নে তিনি একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা ঘোষণা করেন। অঙ্গীকারপত্রে তিনি ইউনিয়নের ৬টি মূল খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন, উন্নত রাস্তা ও অবকাঠামো:ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতকরণ ও সড়ক অবকাঠামোর সুষম উন্নয়ন। শিক্ষার মান উন্নয়ন:স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরিকাঠামো জোরদার ও শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা। স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ:প্রান্তিক স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা ও তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের কাছে চিকিৎসা সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। কৃষি ও কর্মসংস্থান:কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং স্থানীয় যুবসমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। সুশাসন ও জনসেবা নিশ্চিতকরণ:ইউনিয়ন পরিষদকে হয়রানিমুক্ত, স্বচ্ছ ও আধুনিক সেবাকেন্দ্রে রূপান্তর। পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা:বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ রক্ষা ও একটি পরিচ্ছন্ন ইউনিয়ন গঠন। গোলাম কিবরিয়া বি. এস. সি জানান, চরকাঁকড়া ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে একটি সুশাসিত ও সমৃদ্ধ এলাকা গঠন করাই তাঁর মূল লক্ষ্য। স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁর এই জনবান্ধব উদ্যোগ ও উন্নয়ন ভাবনাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন।

মানুষের পাশে থাকার প্রত্যয়ে নুরুল ইসলাম বাবু

(১ম পৃষ্ঠার পর) আলী আহাম্মদ চেয়ারম্যান কল্যাণ ট্রাস্টের সহ-সভাপতি এবং বড় আলী সনীর জামে মসজিদের সাবেক সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অন্যদিকে তাঁর ছোট ভাই তৌফিকুল ইসলাম তারেক বর্তমানে শাপলা ডলি স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি হিসেবে সামাজিক, ক্রীড়া ও মানবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত রয়েছেন। নুরুল ইসলাম বাবু নিজেও মরহুম আলী আহাম্মদ চেয়ারম্যান কল্যাণ ট্রাস্টের পরিচালক এবং বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি, ইউএসএ-এর সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বলে তিনি জানান। অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন আলাদা হলেও মানুষের কল্যাণে কাজ করার একটি অভিন্ন মানসিকতা তাদের মধ্যে রয়েছে। নুরুল ইসলাম বাবুর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তাঁর দাদা মরহুম আলী আহাম্মদ চেয়ারম্যানের স্মৃতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের স্মৃতিতে আলী আহাম্মদ চেয়ারম্যানের সঙ্গে এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ-মাদ্রাসা, রাস্তা-ঘাট, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কথা রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পরও মানুষের জন্য কাজ করার সেই মানসিকতা পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মকে সামাজিক দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয় বলে মনে করেন নুরুল ইসলাম বাবু। পরিবারের স্মৃতিতে আরও রয়েছে, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ ও মরহুম আলী আহাম্মদ চেয়ারম্যানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সামাজিক সম্পর্ক ছিল এবং মওদুদ আহমেদ তাঁর স্ত্রীসহ কয়েকবার আলী আহাম্মদ চেয়ারম্যানের বাড়িতে এসেছিলেন। একইভাবে তাঁর বাবা নুরুল করিম মেম্বার সঙ্গে মুহাম্মদ ফখরুল ইসলামের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথাও পরিবারে স্মরণ করা হয়। নুরুল ইসলাম বাবুর মতে, এসব সম্পর্ক তাঁর কাছে কোনো ব্যক্তিগত কৃতিত্বের বিষয় নয়, বরং পরিবারের সামাজিক ইতিহাসের অংশ। প্রবাসজীবন ও শিকড়ের টান দীর্ঘ সময় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান নুরুল ইসলাম বাবুর জীবনে ভিন্ন অভিজ্ঞতা তৈরি করেছে। প্রবাসে থেকেও নিজের এলাকার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁর ভাষায়, প্রবাসীরা শুধু নিজের পরিবার নয়, নিজ এলাকার শিক্ষা, চিকিৎসা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মানবিক সহায়তা ও সামাজিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখতে পারেন। এই ভাবনা থেকেই বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি, ইউএসএসহ বিভিন্ন প্রবাসী ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে মানুষের জন্য সহযোগিতা সংগঠিত করার চেষ্টা করেছেন বলে জানান তিনি। নুরুল ইসলাম বাবুর দাবি, তাঁর পরিবার বিভিন্ন সময়ে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী সহযোগিতার চেষ্টা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে অসহায় পরিবারের আর্থিক সহায়তা, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার খরচ, চিকিৎসা ও ওষুধের সহায়তা, দরিদ্র পরিবারের বিয়ে ও পারিবারিক প্রয়োজনে সহযোগিতা, খাদ্য ও শীতবস্ত্র বিতরণ এবং বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। এছাড়া মসজিদ-মাদ্রাসা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনেও বিভিন্ন সময়ে সহায়তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি মনে করেন, মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী সহযোগিতার ধরনও ভিন্ন হয়। কারও প্রয়োজন অর্থ, কারও ওষুধ, কারও শিক্ষা উপকরণ, আবার কারও প্রয়োজন খাবার কিংবা জরুরি সহায়তা। । নুরুল ইসলাম বাবুর সামাজিক কর্মকাণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র শিক্ষা। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কোম্পানীগঞ্জ সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ১১ সেট বই দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া একজন শিক্ষার্থীকে চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে সহযোগিতা করার সুযোগ হয়েছে বলেও জানান তিনি। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার, আলমারি, সিসি ক্যামেরা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার খরচ বহনেও বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতার চেষ্টা করা হয়েছে বলে তিনি জানান। তাঁর বিশ্বাস, অর্থের অভাবে কোনো শিক্ষার্থীর স্বপ্ন থেমে যাওয়া উচিত নয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও তাঁর সামাজিক কর্মকাণ্ডের একটি অংশ। বিভিন্ন সময়ে মসজিদের জন্য ফ্যান, মাইক, অজুখানা, পায়খানা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে চরহাজারী ইসমাইল পন্ডিত মসজিদের মাইক ক্রয়ের জন্য ৭০ হাজার টাকা সহযোগিতার উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। এছাড়া চরহাজারী মহিলা মাদ্রাসা, হাজারীহাট আলিম মাদ্রাসা, হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের সামাজিক যোগাযোগ রয়েছে বলে জানান নুরুল ইসলাম বাবু। মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিচয়কে প্রধান বিষয় হিসেবে দেখেন না নুরুল ইসলাম বাবু। তাঁর দেওয়া তথ্যে, স্থানীয় একটি হিন্দু মন্দিরের প্রয়োজনেও সহযোগিতার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং একজন অসহায় হিন্দু বিধবা নারীর পাশেও দাঁড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি বলেন, মানুষের কষ্টই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও ধর্মীয় সম্প্রীতি আরও শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। তরুণদের খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করার চেষ্টাতরুণ সমাজকে ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে যুক্ত রাখার ক্ষেত্রেও পরিবারের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর ছোট ভাই তৌফিকুল ইসলাম তারেকের নেতৃত্বে শাপলা ডলি স্পোর্টিং ক্লাব তরুণদের খেলাধুলার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছে। নুরুল ইসলাম বাবুর মতে, খেলাধুলা তরুণদের শৃঙ্খলা, দলগত কাজ, নেতৃত্ব, পরিশ্রম ও দায়িত্ববোধ শেখাতে পারে। তরুণরা যেন মাদক, গ্যাং কালচার, হানাহানি ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থেকে শিক্ষা, খেলাধুলা ও ভালো কাজে যুক্ত হয়, এটাই তাঁদের প্রত্যাশা। নুরুল ইসলাম বাবুর জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড। তিনি জানান, ছাত্ররাজনীতির সঙ্গেও তাঁর সম্পৃক্ততার ইতিহাস রয়েছে। চরহাজারীতে মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম-এর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। । নির্বাচনী সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া, কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতার কথাও জানান তিনি। স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন নির্বাচনী কার্যক্রমে সমন্বয়মূলক দায়িত্ব পালনের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার পরও অল্প সময়ে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা বলে মনে করেন তিনি। নুরুল ইসলাম বাবুর মতে, নেতৃত্ব শুধু সামনে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একজন কর্মীর কথা শোনা, তাঁর পরিবারের খোঁজ নেওয়া, প্রয়োজনের সময়ে পাশে দাঁড়ানো, সম্মান দিয়ে কথা বলা এবং সাংগঠনিক প্রয়োজনে সহযোগিতা করাও নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁর ভাষায়, দলের কর্মী শুধু কর্মসূচির সময়ের মানুষ নন, তাঁরও পরিবার, সংসার, আশা ও আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। সম্প্রতি চরহাজারী ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীদের সঙ্গে একটি বড় মিছিল নিয়ে বসুরহাট বাজারে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের কথাও উল্লেখ করেছেন নুরুল ইসলাম বাবু। তাঁর মতে, এ ধরনের কর্মসূচিতে কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ, সৌহার্দ্য ও সাংগঠনিক ঐক্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। চরহাজারী ইউনিয়নে ভিজিএফ কার্ড বিতরণের ক্ষেত্রেও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা এবং প্রকৃত দুস্থ মানুষের কাছে সরকারি সহায়তা পৌঁছানোর বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, এখানে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সরকারি সহায়তা যেন প্রকৃত উপকারভোগীর কাছে পৌঁছে। চরহাজারীর নদীভাঙন প্রবণ মানুষের দুর্ভোগের কথাও উঠে এসেছে তাঁর বক্তব্যে। বিশেষ করে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রহমতপুরের আশপাশের এলাকায় নদীভাঙন কবলিত এলাকার মানুষের দুর্ভোগ তিনি কাছ থেকে দেখেছেন বলে জানান। তাঁর মতে, নদীভাঙন শুধু বাড়ি হারানোর ঘটনা নয়, এর সঙ্গে একটি পরিবারের বসতভিটা, স্মৃতি, জীবিকা ও ভবিষ্যৎ জড়িয়ে থাকে। তিনি জানান, নোয়াখালী-৫ আসনের এমপি আলহাজ্ব মুহাম্মদ ফখরুল ইসলামের নির্দেশনায় তাঁর তত্ত্বাবধানে রহমতপুরের ভাঙনপ্রবণ এলাকায় জিও ব্যাগের কাজ চলমান রয়েছে। তবে নদীভাঙনকে দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে জরুরি প্রতিরোধের পাশাপাশি স্থায়ী ও বৈজ্ঞানিক নদী ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন তিনি। নদীভাঙনের ঝুঁকি বাড়াতে পারে এমন অবৈধ বালু উত্তোলন নিয়েও উদ্বেগের কথা জানান নুরুল ইসলাম বাবু। চরহাজারীতে মাটি কাটা ও অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ ও উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, পরিবেশ ও মানুষের বসতভিটা রক্ষায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। জনগণের অর্থে বাস্তবায়িত উন্নয়নকাজের মান নিয়েও কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন তিনি। বসুরহাট থেকে কেন্দ্রাবাড়িসহ বিভিন্ন সড়কের নির্মাণকাজের মান, নির্মাণসামগ্রী ও স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনার প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান তিনি। তাঁর মতে, উন্নয়ন শুধু রাস্তা নির্মাণ নয়, এমন অবকাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন, যা দীর্ঘদিন মানুষের কাজে আসে। ভবিষ্যতে মানুষের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আরও বাড়লে চরহাজারীর উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা জানিয়েছেন নুরুল ইসলাম বাবু। তাঁর অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাস্তা ও কালভার্টের মান নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কাজ করা, সরকারি উন্নয়নকাজে স্বচ্ছতার পক্ষে থাকা, প্রকৃত অসহায় মানুষের কাছে সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা পৌঁছাতে সহযোগিতা করা, দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাশে থাকা, তরুণদের খেলাধুলা ও দক্ষতা উন্নয়নে সুযোগ সৃষ্টি, মাদক ও সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণে কাজ করা, কৃষক, জেলে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা তুলে ধরা, দুর্যোগ ও নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, ধর্ম, দল ও মতের ঊর্ধ্বে মানবিক সেবার পরিবেশ তৈরি করা, জনগণের কাছে জবাবদিহিতা বজায় রাখা। তাঁর মতে, জনপ্রতিনিধিত্ব কোনো ব্যক্তিগত মর্যাদার বিষয় নয়, এটি মানুষের সেবার দায়িত্ব। নুরুল ইসলাম বাবুর কাছে চরহাজারী শুধু একটি ইউনিয়নের নাম নয়, এটি তাঁর শিকড়। এখানকার স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, খেলার মাঠ, নদী, রাস্তা, বাজার এবং মানুষের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের আবেগ ও সম্পর্ক রয়েছে। তিনি চান চরহাজারীর শিক্ষার্থীরা এগিয়ে যাক, তরুণরা মাদক থেকে দূরে থাকুক, খেলাধুলার পরিবেশ তৈরি হোক, অসহায় মানুষ প্রয়োজনের সময়ে সহযোগিতা পাক, নদীভাঙনে মানুষ যেন বসতভিটা না হারায় এবং উন্নয়নকাজের মান নিশ্চিত হয়। একই সঙ্গে ধর্মীয় সম্প্রীতি, সামাজিক শান্তি ও রাজনৈতিক মতপার্থক্যের মধ্যেও পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি। নিজেকে নিখুঁত মানুষ দাবি করেন না নুরুল ইসলাম বাবু। নিজের ভুল ও সীমাবদ্ধতার কথাও স্বীকার করেন তিনি। তবে পরিবার, প্রবাসজীবনের অভিজ্ঞতা, সামাজিক ও সাংগঠনিক সম্পৃক্ততা এবং মানুষের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক সবকিছু মিলিয়ে মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করতে চান বলে জানান তিনি। তাঁর বাবা নুরুল করিম মেম্বারের সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড, ভাই তৌফিকুল ইসলাম তারেকের ক্রীড়া ও মানবিক কর্মকাণ্ড এবং তাঁর নিজের সামাজিক, সাংগঠনিক ও মানবিক উদ্যোগ সবকিছুর ক্ষেত্রে তিনি একটি বিষয়কেই দেখতে চান মানুষের পাশে থাকা। মরহুম আলী আহাম্মদ চেয়ারম্যানের স্মৃতি তাঁকে দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রবাসজীবন তাঁকে মানুষের মূল্য বুঝিয়েছে। রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড তাঁকে মানুষের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে। আর চরহাজারীর মানুষ তাঁকে শিখিয়েছে মানুষের কাছে থাকতে হলে মানুষের পাশে থাকতে হয়। নুরুল ইসলাম বাবুর প্রত্যাশা, কোনো একদিন তাঁর পরিচয় কোনো পদবি দিয়ে নয়, বরং মানুষের মুখে একটি সহজ বাক্যে উচ্চারিত হোক "মানুষের প্রয়োজনে নুরুল ইসলাম বাবু পাশে থাকার চেষ্টা করেছিলেন। "মানুষের কল্যাণে কাজ করার এই প্রত্যয় নিয়েই তাঁর পথচলা।

চরহাজারী ১নং ওয়ার্ড প্রবাসীদের রেমিট্যান্স ও শিক্ষার আলোয় এগিয়ে চলা এক শান্তিপ্রিয় জনপদ

ইমাম হোসেন সোহেলঃ

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ৩নং চরহাজারী ইউনিয়নের পশ্চিম চরহাজারীর প্রবেশদ্বার যেন ১নং ওয়ার্ড। ভৌগোলিকভাবে ছোট্ট একটি জনপদ হলেও জনসংখ্যা, প্রবাসী অধ্যুষিত পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সম্প্রীতির দিক থেকে এ ওয়ার্ডটির রয়েছে স্বতন্ত্র পরিচিতি। চরহাজারী ১নং ওয়ার্ডের পশ্চিমে বসুরহাট পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড, দক্ষিণে বসুরহাট পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ড, উত্তরে চরপার্বতী ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড এবং পূর্বে চরহাজারী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড। এ চার সীমানার মধ্যেই গড়ে উঠেছে চরহাজারী ১নং ওয়ার্ডের জনপদ। স্থানীয়ভাবে এটি ১৪নং মৌজার অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। ছোট্ট এই ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে প্রায় ৭ হাজার মানুষের বসবাস। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রণীত ভোটার তালিকা অনুযায়ী এ ওয়ার্ডে ভোটার সংখ্যা প্রায় ২ হাজার ৫০০। চরহাজারী ১নং ওয়ার্ডের অর্থনৈতিক জীবনে প্রবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ওয়ার্ডের বহু মানুষ জীবিকার তাগিদে দেশের সীমানা পেরিয়ে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কাতার, কুয়েত ও বাহরাইনের পাশাপাশি জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, পাকিস্তান ও সিঙ্গাপুরে কর্মরত রয়েছেন এ এলাকার অনেকে। ইউরোপের ইতালি ও জার্মানিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও চরহাজারীর মানুষ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পরিবারের আর্থিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। প্রবাসীদের পাঠানো অর্থে অনেক পরিবার যেমন স্বাবলম্বী হয়েছে, তেমনি সন্তানদের শিক্ষা, ঘরবাড়ি নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও স্থানীয় অর্থনীতিতেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। চরহাজারী ১নং ওয়ার্ডে রয়েছে ৫টি জামে মসজিদ ও ১টি পাঞ্জেগানা মসজিদ। এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা নিয়মিত নামাজ ও ইবাদত-বন্দেগি পালন করেন। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পারস্পরিক সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এখানকার সামাজিক পরিবেশ। শিক্ষাক্ষেত্রেও চরহাজারী ১নং ওয়ার্ডের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ওয়ার্ডে রয়েছে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মাদরাসা। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এলাকার শত শত শিশু-কিশোর শিক্ষা গ্রহণ করছে। তবে এ ওয়ার্ডের অন্যতম বিশেষত্ব হলো কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার একমাত্র কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিভিটিসি টেকনিক্যাল স্কুল এখানেই অবস্থিত। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি কারিগরি শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দীর্ঘ পথচলায় এখান থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছেন। চরহাজারী ১নং ওয়ার্ডের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো জৈতুন নাহার কাদের মহিলা কলেজ। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার একমাত্র মহিলা কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি নারীশিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি এলাকার নারী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে আসছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি নারীশিক্ষার প্রতি পরিবার ও সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধিতেও প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শান্তিপ্রিয়তা ও পারস্পরিক সহযোগিতা। চরহাজারী ১নং ওয়ার্ডের মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানকার মানুষ সাধারণভাবে শান্তিপ্রিয় এবং সামাজিক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী। এলাকার কোনো মানুষ বিপদে পড়লে অন্যরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। পারস্পরিক সহমর্মিতা, সামাজিক বন্ধন ও একে অন্যের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা এ জনপদের মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিনের সামাজিক ঐতিহ্য হিসেবে গড়ে উঠেছে। ভৌগোলিক আয়তনে ছোট হলেও প্রবাসী জনগোষ্ঠী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় পরিবেশ এবং সামাজিক সম্প্রীতির কারণে চরহাজারী ১নং ওয়ার্ডের রয়েছে ব্যাপক সম্ভাবনা। প্রবাসীদের অর্জিত অর্থ, শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম এবং বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানো গেলে এ ওয়ার্ড ভবিষ্যতে আরও সমৃদ্ধ ও আধুনিক জনপদে পরিণত হতে পারে। সব মিলিয়ে চরহাজারী ১নং ওয়ার্ড শুধু একটি প্রশাসনিক ওয়ার্ড নয়, এটি প্রবাসীদের শ্রম, শিক্ষার আলো, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতায় গড়ে ওঠা একটি শান্তিপ্রিয় জনপদ যার রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সম্ভাবনার গল্প।

কবি মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিনের একগুচ্ছ কবিতা

কক্ষপথ

নক্ষত্রগুলো যার যার কক্ষপথে
জ্বেলে রাখে আরোপিত আলোকবর্তিকা।
শুধু তুমি কক্ষপথ থেকে
নিজেকে ক্রমাগত সরিয়ে নিয়েছ-
সময় মহাকালের দূরত্বের বলয়ে:
যে পথের সীমানা
অন্তহীন কালকূটে এক অন্ধকার।
বিশ্রমের মায়াজালে ঘটে তোমার সঞ্চিত মস্তিষ্কের ক্ষরণ;
সেখানের সেন্সর অকেজো-নিষ্প্রাণ রোবটিক চরিত্র,
প্রতিটি ছায়াপথের বাঁকে বাঁকে অদৃশ্য ম্যানহোল,
খাঁদ পেতে আছে-ধাঁচড়ে ফেলার নৈরাকার চেউ।
তোমার বলয়ে প্রদক্ষিণ করে অগণন ড্রোন,
প্রতিনিয়ত রাখে প্রহরায়:
পর্যবেক্ষণ করে তোমার গতিবিধি ও গতিপথ।
যেখানে গড়ে তুলেছ প্রশান্তির অট্টালিকা,
মিয়োনিন বাটন টিপে অপে নেবে আইসনাগের শশুলো:
গলে পড়বে তোমার মস্তিষ্কের সার্ভারে কাঙ্ক্ষিত শস্যফল।
চেয়ে দেখ-
তোমার প্রতিটি দ্বীপ নরকযন্ত্রে,
কেঁপে উঠছে ডিনাইটের ভয়ে।
হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস পুরিয়ে
তোমার অস্তিত্ব বিনাশের সময়কাল এসেছে ঘনিয়ে
অথচ, বেহুলের খেয়ালে মজে আছো মৃত্যুর মোহনায়।
দ্বাইপারের নলে তাক করা আজরাঈল।
সময়ের আলপাইনের মেপে বাজপাখির সমুন্নত দৃষ্টি
ক্রমাগত যেয়ে আসছে-শিকারের নেশায়।

খোয়াব

কত রাত জীবন্ত মিশে গেছে ভোরের পাঁজরে,
প্রভাতের আলিঙ্গনে ঘুমেরা
অচেতন করে রাখে-দিনের জোড়জোড় মেপে।
রাতগুলো দিনের চাদর মুড়িয়ে এসে
সুরত মেখে নিয়ে যায় চোখের প্রহরায়।
এখন আর খোয়াব দেখা হয় না-
অন্ধকারও মিলিয়ে গেছে রাতের সরোবরে;
এখন খোয়াবগুলো বাস্তময় দিনের সাহসী সারথী।
রাত এলেই মিলন ঘটে বৈচিত্র্য মেয় কাবিক শব্দের,
মহাকালের সুড়ঙ্গ বেয়ে নেমে আসে নৈসর্গিক শব্দসুধা।
ঝিমিয়ে পড়া চোখের ফুলপলক
খুলে রাখে দৃশ্যময় ফটিক,
ভাবনার প্রপলাতকা ভুলিয়ে রাখে নিশিদের আনাগোনা।
একদিন ঘুমেরা ডানা ঝাপটে
এগিয়ে পড়ুক চোখের সীমানায়,
নিয়ে যেত ক্লান্তপদে ঘুমালয়ের আশ্রমে;
নরম আবেশে ঘুমের ঘোর চিনিয়ে দিত স্বপ্নের সিঁড়ি।
এখন আর খোয়াব দেখা হয় না-
খোয়াবগুলো কাব্যিক চরণে মিশে
জাগিয়ে দেয় অন্তর্লোক, তুলে দেয় দিনের ফরমান।

রেজিমের কপালে পরাজয়ের তিলক

আমি তো দেখছি আটশত বছরের স্মৃতিস্তম্ভগুলো-
আবার জেগে উঠেছে
ফুঁসে উঠছে গঙ্গার জল,
অদৃশ্য আওয়াজে শিরদাঁড়া কুতুব মিনার।
বাহুবলে দাঁড়িয়ে টিপুসুলতানের তরবারি,
বিদ্যাসাগরের প্রজ্ঞার উপচে পড়া জ্ঞানের জলরাশি-
আকবরের দ্বীনে এলাহি।
আল্লাহর প্রতিনিধি যারা জেগে উঠেছে
জেগে উঠেছে ভগবানের কৃপায় মানবিক প্রাণ
দুর্জন বিনাশের ভয়ে হাঁটু গেড়ে নতশিরে লুটে পড়া
ছাত্র-শাসকের মসক খুলে বাঙ্গিত হচ্ছে বজ্রধ্বনি-
উচ্চাশিতের তেজস্বী খাঁচড়।
দেখ-
জলুমের দৌরাত্ম্য ঝিমিয়ে পড়েছে,
নেতিয়ে পড়েছে কূটকৌশল
জালিমের তখত- ঝিঁনুনি ধরে বং পড়ে আছে
মানুষেরা নেমে পড়েছে স্বনলনলে।
রথযাত্রার বিপ্লবের ঘোর নেশায় মুক্তির অভিযাত্রায়
আজ অথবা কাল, কাল নয়তোবা পরশু
রেজিমের কপালে পরাজয়ের তিলক এঁকে দিতে
মহাকালও দিয়েছে ধাওয়া পিছু
দর্পনাদের হলাহল ঢেকে,
রুয়ে দিবে মানবতার চিরন্তন বীজ।

শোষকের ঠোঁট

শবাধার কাঁধে- স্বজন করে বিলাপ
নিরুপায় চোখে মৃত্যুর দিকে ছোটে
তপ্ত মরুতে জ্বলন্ত খোসা ফোটে
লোভের নেশায় তোলে না কেউ আলাপ।

প্রতিদিন ঝরে, গোলাপ জুঁই মালতী
রক্তজবারা, খসে পড়ে নিরবধি
সহাস্যে ছোড়ে মারণাস্ত্র অবধি
ভয়ডরে তারা করে ব্যর্থ আকুতি।

ক্ষুধার আকাল-এখানে হাইতম্প,
কারো কারো চোখে, বেঁচে থাকার মিনতি
বিপন্ন যারা, ভোগে করুণ নিয়তি
সভ্যতার বুকে, তুলে দেয় সর্বস্ব।

শোষকের ঠোঁটে, জাগে না মায়ার প্রীতি
চোখ তুলে দেখে- আরশের অধিপতি।

কবি কুতুবউদ্দিনের একগুচ্ছ সনেট কবিতা

জলফোঁটা

তুমিতো দেখেছ অন্তরে, বিশ্রামহীন চোখে
কতখানি জল মিশে গেছে এই বালুকার পথে
জাগতিক সুখ, জমেছে যা- দিয়ে গেছি এই রথে
বিবর্ণ ব্যথা কতখানি- ছুঁয়ে গেছে এই দুখে।
মেঘেরা যখন- জড়ো হয়, অনশন তোলে রোজ
জলফোঁটা গুলো ছেড়ে দাও- সব অভিমান ভুলে
যে জল দিয়েছি- রাত জাগে, ব্যথার আকাশ খুলে
জলগুলো যায়- দাও তুলে, কেউ রাখে তার খোঁজ ?।
তিলে তিলে গড়া অন্তরজল আজ খরার মরুকা
জীবন যেখানে অনলস দিয়ে যায় উপেক্ষা
কার আশ্রমে এত ব্যথা- জমা করে যায় রাখা ?
বলে দাও তুমি, আছে কোথা- সেই মধুপ তারকা।
এক মহাকাল হেঁটে হেঁটে, যখন এলাম নীড়ে
ক্লান্ত হৃদয় তোমাকেই- পেয়েছে জীবন ফিরে।

কাঁটাতারের ফাঁদ

সুগন্ধ শুঁকে দিলে- পুষ্পটি ছুঁলেনা
কাঁটার ভয় যদি থাকে-
মৃত্যু এক কাঁটা, আত্মা তার উন্মুলে তাজা মমতে খাঁই।
ভেতরের করিডোরে চলাও অভিযান
মোড়ে মোড়ে কাঁটাতারের ফাঁদ
উৎসবের আমেজে নিয়ে চলে সব ভুলিয়ে
বায়োস্কোপের নেশায়, গুগলে পড়ে থাকা চোখ
বিপন্ন করে নিয়ে যায় গৌধূলীর অভিলায়।
দিনের আর্তনাদে সন্ধ্যা নিরুপায়- রাত নামিয়ে এনে,
টেনে দেয় মহাযাত্রার পরিসমাপ্তি।

নিশিথে তোমার

নিশিথে তোমার জলগুলো গলে পড়ে
অচেনা আলোক, খরবায়ু দোল খায়
মেঘের আড়ালে অলস চাঁদ লুকায়
জলের জমিন নদীর প্রবাহ গড়ে।
তুমি নেমে পড়- নির্জনে আলাপনে
থোকায় থোকায় তুলে দাও অনুগামী
নক্ষত্র সে- চেনে অন্তর্যামী
অভিয় জল তুলে থাকে মোহমনে।
কামুক ঘুমেরা ডিভাইস রোশনালে
তন্দ্রার চোখ দেখেনি রাতের ঘুম
ঘুম যেন আজ, ভেল-তকমার ধুম
কেউ কেউ জাগে কষ্ট লুকায় জলে।
যদি পায় আলো রাতের অমানিশায়
সুনিপুণ ধ্যানে থাকে সুখের নেশায়।

শোকের ফুল

মনের ভেতর দুঃখ নদী চোখের ভেতর জল
রাতের বুকে আকাশ কাঁদে, বৃষ্টি টলোমল
শূন্যালোকে নিরুন বাতি ভাপর চোখে চায়
আরণ্যকে হিমেল হাওয়া দুঃখ খুঁজে পায়।
ছিন্নমূলের রিক্ত থালে ক্ষুধার লোনাজল
মানুষ বাঁচার স্বপ্নটুকু, আজও অবিরল।
নদীর বুকে অন্তঃস্রোতে ভাসে শোকের ফুল
দুঃখগুলো ঢেউয়ের ছলে ভাঙে মনের কূল।
জলের ভেতর আলোর ছটা, গাহে নিশার তাঁত
কূলের খোঁজে দিশেহারা স্বপ্ন ভাঙার সাজ
পদ্মফুলের খোপার ভাঁজে শিশির খুঁজে ওম
খুঁজছি যারে ফুলদীঘারে সেইতো দিলো ঘুম
তারার হাটে জোনাক-প্রদীপ ফিরে ফিরে চায়
ভোরের ডাকে একলা ঘুরে, দুঃখ কি লুকায়।

শোষকের ঠোঁট

শবাধার কাঁধে- স্বজন করে বিলাপ
নিরুপায় চোখে মৃত্যুর দিকে ছোটে
তপ্ত মরুতে জ্বলন্ত খোসা ফোটে
লোভের নেশায় তোলে না কেউ আলাপ।
প্রতিদিন ঝরে, গোলাপ জুঁই মালতী
রক্তজবারা, খসে পড়ে নিরবধি
সহাস্যে ছোড়ে মারণাস্ত্র অবধি
ভয়ডরে তারা করে ব্যর্থ আকুতি।
ক্ষুধার আকাল-এখানে হাইতম্প,
কারো কারো চোখে, বেঁচে থাকার মিনতি
বিপন্ন যারা, ভোগে করুণ নিয়তি
সভ্যতার বুকে, তুলে দেয় সর্বস্ব।
শোষকের ঠোঁটে, জাগে না মায়ার প্রীতি
চোখ তুলে দেখে- আরশের অধিপতি।

পুণ্যের পাতা

পাখার ঝাপ্টানি শেষে নীড়ালোকে ফিরি
দরজায় ঠুক করে, ঢুকি নিরিবিলি
পাতিহাঁস ঝ্যাক ঝ্যাক- করে ঝিলিবিলি
বেলনার জল ফোঁটা, করে ঝিরিঝিরি।
এদিকে ওদিকে চায়- দু-চোখ পলকে
রাত যত গভীর হয়, ভান ধরি ঘুমের
কামনার চোখে নেই - সহসা চুমের
জিকিরের ঢেউ তুমি - ক্ষমার সড়কে।
মহাকাল চষে তুমি, খোঁজ দিবালোকে
এখানে নেই সুখেরা- শুধু দুঃখ নদী
বেদনার রশি টেনে পার হও যদি
মহাকাল নিয়ে যাবে, সুখ স্বপ্নালোকে।
পরিশেষে আছে যত- হিসেবের খাতা
জমা করি তাঁর হাতে, পুণ্যের পাতায়।

জুলাইয়ের খোঁজে

জুলাই আমি খুঁজছি আজও "আবু সাঈদের" রক্তে
দিশ হারিয়ে জুলাই খুঁজি- রাষ্ট্রযন্ত্রের তখতে
জুলাই আমি খুঁজছি এখন পানি-পানি "মুগ্ধে"
জুলাই আমি দেখছি আবার, আধিপত্যের যুদ্ধে।
জুলাই যখন প্রাচীর গড়ে, লক্ষ প্রাণের ডাকে
লাশের সারি পড়েছিল- রাজপথের ওই বাঁকে
তোমরা যখন জেল-হাজতে মরছ ধুঁকে ধুঁকে
কিশোর-যুবা লড়েছিল সাহস রেখে বুকে।
জুলাই এখন দেখায় শুধু অলস রোদের গন্ধ
জুলাই যেন চিহ্ন ধরেছে খামচে ধরা মন্দ।
জীবন দিয়ে জুলাই এনে- দিলো যারা মুক্তি
তাদের চোখে ভয় দেখিয়ে- করিস কেমন চুক্তি ?।
রক্তে কেনা জুলাই এখন খুঁজে কোথা পাই না
কেমন করে বলিস তোরা, জুলাই-সনদ চাই না ?।

সব কিছু বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে

সব কিছু বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে,
সম্পর্কগুলোও আজ বিচ্ছিন্নতার মোহনায়-
মিলিত হয়ে বিলীন হতে চলেছে অস্পর্শের বিবরে।
মানুষেদের মস্তিষ্কের ইন্দ্রিয়ে-
বিচ্ছিন্নতার প্রাগৈতিহাসিক চিপ পরা,
বিচ্ছিন্ন আজ সম্পর্কের আদিপ্রথাগুলো;
চিন্তাগুলোও বিচ্ছিন্ন তাঁকে ঘুরপাক খেয়ে-
আলুথালু সাজে পড়ে থাকে সড়কের খানাখন্দে।
মানুষের চোখে মানুষ নির্মাণ করে ভাঙ্গিতোর দেঁতো,
সময়ের শকটে খরিদ করে অপ্রকৃতিস্থ দর্শন;
বিরোধের মিছিলে বিরোধ-নিরর্থক হইচই।
এখানে-
রোদের গায়ে বারুদের খোসা মিশ্রিত,
ভোরের কলতানে চোখে কালকূটে ভাবনার উলা,
আর কালবৈশাখীর হাঁকডাক;
রাতের পাহারায় জোছনালোকে
আঘাত হানে সেই রাক্ষুসে টাইফুন।
এখানে,
সম্প্রীতির মিছিলে নির্মিত হয় প্রীতিহীন রোডম্যাপ।
মতের অমিলে মিলে যায় বিকল্পর নেপথিক ঝটিকা-
এখন, এখানে-

সভ্যতার সবকে কঠিন হয় ঘৃণার হলাহল
আর নির্মমতার মুনোল্লাস।

জলফোঁটা

তুমিতো দেখেছ অন্তরে, বিশ্রামহীন চোখে
কতখানি জল মিশে গেছে এই বালুকার পথে
জাগতিক সুখ , জমেছে যা- দিয়ে গেছি এই রথে
বিবর্ণ ব্যথা কতখানি- ছুঁয়ে গেছে এই দুখে।

মেঘেরা যখন- জড়ো হয়, অনশন তোলে রোজ
জলফোঁটা গুলো ছেড়ে দাও- সব অভিমান ভুলে
যে জল দিয়েছি- রাত জাগে, ব্যথার আকাশ খুলে
জলগুলো যায়- দাও তুলে, কেউ রাখে তার খোঁজ ?।

তিলে তিলে গড়া অন্তরজল আজ খরার মরুকা
জীবন যেখানে অনলস দিয়ে যায় উপেক্ষা
কার আশ্রমে এত ব্যথা- জমা করে যায় রাখা ?
বলে দাও তুমি, আছে কোথা- সেই মধুপ তারকা।

এক মহাকাল হেঁটে হেঁটে, যখন এলাম নীড়ে।
ক্লান্ত হৃদয় তোমাকেই- পেয়েছে জীবন ফিরে।

প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের অভিনন্দন জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন

(১ম পৃষ্ঠার পর) যায়। এরপর কোম্পানীগঞ্জ ও ফেনীর সোনাগাজী-দাগনভূঞা এলাকায় নদীভাঙন ও জলাবদ্ধতার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। নতুন রেগুলেটর নির্মাণের উদ্যোগকে এ অঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদি পানি ব্যবস্থাপনা ও নদীভাঙন মোকাবিলার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বসুরহাট পৌরসভা বিএনপির সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল মামুন, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আকতার আহমেদ বাচ্চু, সাবেক আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মো. কামাল উদ্দিন, পৌরসভা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আহছান উল্যাহ শিপন ও রহমত উল্যাহ ফারুকী। এ ছাড়া উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ফজলুল কবির ফয়সাল, সদস্যসচিব জাহিদুর রহমান রাজন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মেহেদী হাসান টিপু, বসুরহাট পৌরসভা যুবদলের আহ্বায়ক ওবায়দুল হক রাফেল, সদস্যসচিব কাউন্সিলর মাজহারুল হক তৌহিদ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক শামসুদ্দিন হায়দার, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন পাভেল, পৌরসভা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক হুমায়ুন কবির ও সদস্যসচিব নুর উদ্দিন ফাহাদসহ বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রদলের নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব নুর উদ্দিন রুবেল, বসুরহাট পৌরসভা ছাত্রদলের আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন সাইফুল ও সদস্যসচিব মেহেদী হাসানসহ অনেকে।

নুর নবী বাবুল -চার দশকের রাজনৈতিক ও সামাজিক পথচলার এক পরিচিত মুখ

(১ম পৃষ্ঠার পর) ছাত্ররাজনীতি থেকে সাংগঠনিক নেতৃত্ব রাজনীতির হাতেখড়ি নেওয়ার পর ধীরে ধীরে স্থানীয় পর্যায়ে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন নুর নবী বাবুল। তিনি আবু মাবিরহাট উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বলে জানান। পরবর্তী সময়ে যুবদলের রাজনীতিতেও সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ১৯৯৬ সালে চরহাজারী যুবদলের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের কথাও তাঁর রাজনৈতিক পরিচিতিতে উল্লেখ রয়েছে। কৈশোরের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা সময়ের সঙ্গে পরিণত হয় সাংগঠনিক নেতৃত্বে। ২০০৩ সালে তিনি চরহাজারী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বলে জানান। ২০১০ সাল থেকে তিনি চরহাজারী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পথ সবসময় সহজ ছিল না। বাবুল চৌধুরীর ভাষ্য অনুযায়ী, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে তাঁকে একাধিকবার মামলা ও হামলার মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং রাজনৈতিক কারণে প্রায় চারবার কারাবরণও করেছেন। ১৯৯৯ ও ২০১৮ সালে রাজনৈতিক মামলা ও হামলার শিকার হওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এসব ঘটনা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কঠিন অধ্যায়ের অংশ বলে তাঁর ঘনিষ্ঠরা মনে করেন। রাজনীতির পাশাপাশি নির্বাচনী অঙ্গনেও রয়েছে তাঁর পদচারণা। ২০০৩ সালে ৩ নং চরহাজারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি। সেই নির্বাচনী অভিজ্ঞতা তাঁর রাজনৈতিক জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করে। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগকে সামনে রেখে এবারও তিনি জনপ্রতিনিধিত্বের প্রত্যাশা ব্যক্ত করছেন। আগামী স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ৩ নং চরহাজারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জনগণের সেবা করতে চান বলে জানিয়েছেন নুর নবী বাবুল চৌধুরী। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর-রাজনীতি তাঁর কাছে কেবল পদ-পদবির বিষয় নয়, বরং মানুষের পাশে থাকার একটি দীর্ঘমেয়াদি অঙ্গীকার। রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে সামাজিক কর্মকাণ্ডেও দীর্ঘদিন ধরে সম্পৃক্ত থাকার কথা জানান বাবুল চৌধুরী। স্থানীয় সমাজ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সঙ্গেও তাঁর সম্পৃক্ততা রয়েছে। তিনি আবু মাবিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বলে জানান। একইভাবে আবু মাবিরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আবু মাবিরহাট একাডেমি ও স্থানীয় হাফেজিয়া মাদরাসার সভাপতির দায়িত্ব পালনের কথাও তাঁর পরিচিতিতে উল্লেখ রয়েছে। আবু মাবিরহাট সাইদিয়া দাখিল মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালনের কথা জানান তিনি। এ ছাড়া তিনি আবু মাবিরহাট শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সভাপতি ছিলেন। এসব দায়িত্বের মধ্য দিয়ে স্থানীয় শিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পৃক্ততা তৈরি হয়েছে বলে তাঁর অনুসারীরা জানান। কোম্পানীগঞ্জের রাজনীতিতে প্রয়াত বিএনপি নেতা ও ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ছিলেন দীর্ঘদিনের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। নুর নবী বাবুল চৌধুরী নিজেকে তাঁর নিবেদিত কর্মী, বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন হিসেবে উল্লেখ করেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একটি বড় সময় মওদুদ আহমদের নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে কাজ করার কথা তিনি বলেন। বিএনপির রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়েও তিনি সক্রিয় ছিলেন বলে তাঁর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। বিশেষ করে গত প্রায় দেড় দশকের রাজনৈতিক প্রতিকূল সময়ে দলীয় কর্মসূচি ও আন্দোলন-সংগ্রামে ধারাবাহিকভাবে মাঠে থাকার কথা জানান তিনি। বর্তমান সময়ে নোয়াখালী-৫ আসনের বিএনপি মনোনীত দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলহাজ মো. ফখরুল ইসলাম-এর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও মাঠপর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছেন বলে জানান বাবুল চৌধুরী। দলের প্রয়োজনে কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মাঠে থাকা এবং সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়াকেই তিনি নিজের রাজনৈতিক দায়িত্ব হিসেবে দেখেন। চার দশকের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের দিকে ফিরে তাকালে নুর নবী বাবুলের গল্পে যেমন রয়েছে সংগ্রাম, তেমনি রয়েছে দায়িত্ব ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের নানা অধ্যায়। ছাত্ররাজনীতি দিয়ে শুরু হওয়া পথচলা তাঁকে নিয়ে এসেছে ইউনিয়ন পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বে। এর পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদরাসা, সামাজিক সংগঠন ও স্থানীয় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতাও তাঁর জীবনপথের অংশ। এখন তাঁর দৃষ্টি আগামী দিনের দিকে। ৩ নং চরহাজারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করে জনগণের সেবা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর প্রত্যাশা, দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড এবং এলাকার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে ইউনিয়নের উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণে ভূমিকা রাখবেন। রাজনীতির মাঠে সময় বদলায়, নেতৃত্ব বদলায়, আসে নতুন প্রজন্ম। কিন্তু মানুষের কাছে থেকে দীর্ঘদিন পথ চলার অভিজ্ঞতা একজন রাজনৈতিক কর্মীর জীবনে আলাদা এক অধ্যায় তৈরি করে। নুর নবী বাবুল রাজনৈতিক জীবনও তেমনই এক দীর্ঘ পথচলার গল্প, যেখানে কৈশোরের ছাত্ররাজনীতি থেকে শুরু করে সাংগঠনিক নেতৃত্ব, মামলা-হামলা ও কারাবরণের অভিজ্ঞতা, সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং জনপ্রতিনিধি হওয়ার প্রত্যাশা, সব মিলিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের বিস্তৃত ক্যানভাস। চার দশকের সেই পথচলার শেষে তাঁর সামনে এখন নতুন স্বপ্ন-চরহাজারীর মানুষের পাশে থেকে, তাঁদের কল্যাণে কাজ করে, ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বের মাধ্যমে জনসেবার পরিধিকে আরও বিস্তৃত করা।

কোম্পানীগঞ্জের রাজনীতিতে তিন দশকের পথ চলায় রাজন

(১ম পৃষ্ঠার পর) তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা। ২০০৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন সরকারি মুজিব কলেজ, বর্তমানে (কোম্পানীগঞ্জ সরকারি কলেজে) ছাত্রদলের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন রাজন। কলেজে জীবনে ছাত্র রাজনীতিতে তার অবদান অতুলনীয়। একঝাঁক মেধাবী ছাত্ররাজনৈতিক নেতা কর্মী তার হাত ধরেই গড়ে উঠে। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। তৎকালীন তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা, ছাত্রদলের রাজনীতিতে কোম্পানীগঞ্জে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কর্মী বান্ধব ছাত্রনেতা হিসেবে তার সুখ্যাতি চারদিক ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘ সময়ের এই সাংগঠনিক দায়িত্ব তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। রাজনৈতিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি কোম্পানীগঞ্জের ছাত্রদল এবং পরবর্তী সময়ে যুবদলের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন ও নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের দাবি। প্রতিকূলতা রাজনৈতিক জীবনের পথটি তাঁর জন্য সবসময় মসৃণ ছিল না। নিজের বর্ণনা অনুযায়ী, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে তাঁকে হামলা, মামলা ও কারাবরণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক জীবনে প্রায় ৬ মাস ১৫ দিন কারাভোগ করেছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ৪৮টি মামলা হয়েছে। এসব মামলার কারণে এখনো তাঁকে আদালতে যেতে হয় বলে জানান তিনি। এসব রাজনৈতিক ঘটনায় তাঁর ব্যবসায়িক জীবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে তিনি জানান। রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ব্যবসায়িকভাবে প্রায় ৫ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছেন বলেও তাঁর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিকূলতার পাশাপাশি ব্যবসার ক্ষেত্রেও নিজের অবস্থান তৈরির চেষ্টা করেছেন রাজন। মেশিনারিজ ব্যবসা, কোয়ালিটি আইসক্রিম, রুপালী চত্বরের ফ্যাশন গার্মেন্টসের দোকান এবং আরজি মার্কেটের রুপ স্টোরসহ বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তবে তাঁর ভাষ্য, রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন সময়ে এসব ব্যবসার স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে ব্যবসার পরিধি ও স্থায়িত্ব ধরে রাখতে পারেননি বলেও জানান তিনি। রাজনীতির পাশাপাশি সামাজিক ও ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গেও সম্পৃক্ততা রয়েছে রাজনের। তিনি 'উই ফর ইউ' সামাজিক সংগঠনের উপদেষ্টা সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। একই সঙ্গে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার রাষ্ট্রীয় স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনের কথাও জানিয়েছেন তিনি। এ ছাড়া জামেয়া ইসলামিয়া মাদরাসার সাধারণ সম্পাদক এবং বসুরহাট কেন্দ্রীয় বড় মসজিদের সদস্য হিসেবেও সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তিনি। ২০২১ সালে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিবের দায়িত্ব পাওয়ার পর স্থানীয় রাজনীতিতে তাঁর সাংগঠনিক ভূমিকা আরও জোরদার হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোর বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতেও তাঁকে এই পদে বক্তব্য দিতে এবং সংগঠনের কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেখা গেছে। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের স্মরণীয় ঘটনাগুলোর মধ্যে ২০১৫ সালে ঢাকার গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি হিসেবে উল্লেখ করেন রাজন। তাঁর আদর্শিক রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি প্রয়াত বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদকে অনুসরণ করেন। মওদুদ আহমদের সঙ্গে কোম্পানীগঞ্জের রাজনৈতিক সম্পর্কের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কারণে স্থানীয় রাজনীতিতেও বিষয়টি তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের একটি অংশ হিসেবে উঠে আসে। রাজনীতির প্রায় তিন দশকের পথচলার পর ভবিষ্যতে জনগণের সমর্থন পেলে বসুরহাট পৌরসভার মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন জাহিদুর রহমান রাজন। তাঁর বক্তব্যে স্থানীয় তরুণ সমাজের কিছু সমসাময়িক সমস্যাও গুরুত্ব পেয়েছে। কিশোর গ্যাং, অনলাইন জুয়া, ইভটিজিং ও মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে তিনি। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কথিত 'জিরো টলারেন্স' নীতির প্রসঙ্গও তিনি তুলে ধরেন। তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্যের মূলকথা হিসেবে তিনি যে বাক্যটি সামনে আনেন, তা হলো, "জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন নয়, জনগণের সেবা করাই একমাত্র অঙ্গীকার। রাজনীতির দীর্ঘ সময়কে ফিরে দেখলে জাহিদুর রহমান রাজনের গল্প কেবল একটি রাজনৈতিক পদ-পদবির তালিকা নয়, বরং এটি স্থানীয় রাজনীতির নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা একজন রাজনৈতিক কর্মীর জীবনচিত্র। তাঁর দাবি, তিন দশকের রাজনৈতিক জীবনে তিনি অসংখ্য নেতা-কর্মী তৈরি করেছেন এবং তাঁদের সুখে-দুঃখে পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন। কোম্পানীগঞ্জের আটটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভাকে ঘিরে বিস্তৃত রাজনৈতিক পরিসরে তাঁর পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা তৈরি হয়েছে বলে তাঁর সমর্থকদের দাবি। একই সঙ্গে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও সহাবস্থান ও পারস্পরিক সম্মানের রাজনীতিতে বিশ্বাসী বলে নিজেকে তুলে ধরেন তিনি। রাজনীতিতে মতের ভিন্নতা থাকবেই। তবে স্থানীয় সমাজে সহাবস্থান, মানুষের পাশে থাকা এবং নাগরিক সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখার প্রস্তুতি সব রাজনৈতিক কর্মীর জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। সেই জায়গা থেকেই জাহিদুর রহমান রাজনের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাও এখন মানুষের আলোচনায়। কৈশোরে ছাত্ররাজনীতির হাত ধরে শুরু হওয়া পথচলার বয়স এখন প্রায় তিন দশক। এই দীর্ঘ সময়ে এসেছে পদ-পদবি, মামলা, কারাবরণ, ব্যবসায়িক ক্ষতি, সামাজিক দায়িত্ব এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার নানা অধ্যায়। সামনে তাঁর রাজনৈতিক পথ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেটি নির্ধারণ করবে সময়, সাংগঠনিক বাস্তবতা এবং সর্বোপরি স্থানীয় মানুষের আস্থা। তবে নিজের রাজনৈতিক দর্শনের কথা বলতে গিয়ে জাহিদুর রহমান রাজন যে অঙ্গীকারটি সামনে রাখেন, সেটিই তাঁর ভবিষ্যৎ ভাবনার সারকথা-ক্ষমতা নয়, জনগণের সেবা, সম্পদ নয়, মানুষের আস্থা।

একনেকে মুছাপুর রেগুলেটর প্রকল্প অনুমোদন মুছাপুরে উৎসবের আমেজ

(১ম পৃষ্ঠার পর) ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। মঙ্গলবার ২৯ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন দেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন তারেক রহমান। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কোম্পানীগঞ্জসহ ছোট ফেনী ও বামনী নদীর অববাহিকার বিস্তীর্ণ এলাকার বন্যা, নদীভাঙন, জলাবদ্ধতা ও পানি নিষ্কাশন সমস্যার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে আশা করছেন স্থানীয়রা। পাশাপাশি কৃষি, মৎস্য, যোগাযোগ ও স্থানীয় অর্থনীতিতেও এর সুফল পাওয়ার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ২৬ আগস্ট প্রবল বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পানির চাপে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের মুছাপুরে অবস্থিত ২৩ ভেন্টের রেগুলেটরটি ভেঙে যায়। এরপর ছোট ফেনী নদী ও আশপাশের এলাকায় নদীভাঙন, বন্যা ও জলাবদ্ধতার ঝুঁকি বেড়ে যায়। রেগুলেটরটি পুনর্নির্মাণ এবং নদী ব্যবস্থাপনা ও পানি নিষ্কাশনব্যবস্থার উন্নয়নের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি জানিয়ে আসছিলেন। একনেকে নতুন প্রকল্পের অনুমোদনের মধ্য দিয়ে সেই দাবির বাস্তবায়নের পথ আরও এগিয়ে গেল বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। এদিকে প্রকল্প অনুমোদনের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বুধবার ৩০ সেপ্টেম্বর বিকেলে মুছাপুর ইউনিয়নে আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে। মুছাপুর ক্লোজার এলাকায় স্থানীয়ভাবে পরিচিত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আব্দুর রহিমের নেতৃত্বে আয়োজিত আনন্দ মিছিলে বিপুলসংখ্যক নারী-পুরুষ অংশ নেন। এ সময় বিএনপির নেতাকর্মীদের হাতে বিভিন্ন ব্যানার ও ফেস্টুন দেখা যায়। পুরো এলাকায় সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। মিছিল শেষে উপস্থিত মানুষের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এ সময় বক্তারা মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু, পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ মোহাম্মদ ফখরুল ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আব্দুর রহিম বলেন, "নির্বাচনের আগে স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম মুছাপুর ক্লোজার নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতির ধারাবাহিকতায় তিনি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ ও চেষ্টা করে প্রকল্পটি অনুমোদনের পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। এ জন্য কোম্পানীগঞ্জবাসী, মুছাপুর ইউনিয়নবাসী এবং বিএনপির পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। তিনি কোম্পানীগঞ্জবাসীর প্রাণের দাবি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।" বক্তারা বলেন, মুছাপুর রেগুলেটর উপকূলীয় জনপদের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবি। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নদীভাঙন, বন্যা ও জলাবদ্ধতার ক্ষয়ক্ষতি থেকে মানুষ সুরক্ষা পাওয়ার পাশাপাশি কৃষি, মৎস্য ও স্থানীয় অর্থনীতিতে এর সুফল পৌঁছাবে। তারা আরও বলেন, স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের দাবির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্পটি অনুমোদন দেওয়ায় মুছাপুরসহ বৃহত্তর কোম্পানীগঞ্জের মানুষের মধ্যে নতুন আশার সৃষ্টি হয়েছে। আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা আফতাব আহমেদ বাচ্চু, আমিনুল হক (এমএ), মাস্টার আবু নায়ের, একরামুল হক মিলন মেম্বার, আলমগীর হোসেন মিয়া, আলী আকবর (জাহাঙ্গীর মেম্বার), আলাউদ্দিন জিতু, মিজানুর রহমান চৌধুরীসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। স্থানীয়দের প্রত্যাশা, প্রকল্পটি দ্রুত, স্বচ্ছ ও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে মুছাপুরসহ বৃহত্তর উপকূলীয় এলাকার দীর্ঘদিনের নদীভাঙন, বন্যা ও জলাবদ্ধতার সমস্যা অনেকটাই কমবে। পাশাপাশি কৃষি, মৎস্য ও জনজীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

কোম্পানীগঞ্জে বাপুস'র ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

(১ম পৃষ্ঠার পর) সজীব চন্দ্র শীল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোষাধ্যক্ষ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

শুক্রবার বিকেল ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত বসুরহাটের একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন পরিচালনা করেন বাপুস নোয়াখালী জেলা শাখার সহসভাপতি মুনিরুল হক মুরাদ, সাধারণ সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী ও কোষাধ্যক্ষ সম্পাদক মো. ওবায়দুল হক জুয়েল।

নির্বাচন পরিচালনায় সহযোগিতা করেন জেলা বাপুস'র সহসভাপতি ফয়েজ আহমদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল্লাহ মিলন, আবু নায়ের, জাকির হোসেন জুয়েল, মোহাম্মদ রহমত উল্যাহ এবং জেলা সদস্য আবদুস সামাদ আলিফ।

সভাপতি পদে মহি উদ্দিনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বসুরহাট হায়দার লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী রফিকুল হায়দার ও মা মনি বই ঘরের স্বত্বাধিকারী এ.টি.এম. নুরুল্লাহ। সাধারণ সম্পাদক পদে এএইচএম মান্নান মুন্নার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বসুরহাট মোস্তাক লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী আজিজুল কবির মোস্তাক।

বাপুসের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা শাখার নেতারা জানান, তিন বছরের জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর আগে কোম্পানীগঞ্জে বাপুসের কমিটি গঠনে নির্বাচন হয়নি। এবারই প্রথম গোপন ব্যালটে ভোটের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হলো।

প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পেয়ে পুস্তক ব্যবসায়ীরা উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ভোট দেন।

নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এএইচ এম মান্নান মুন্না অভিমত প্রকাশ করে বলেন, ভোটারদের ভালোবাসা, আস্থা ও মূল্যবান ভোট আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের এবং একই সঙ্গে একটি বড় দায়িত্ব। ভোটাররা আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছেন, তা সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ধরে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।

আমি বিশ্বাস করি, ব্যক্তির চেয়ে সংগঠন বড়। তাই নবনির্বাচিত কমিটির সকল নেতৃবৃন্দ ও বাপুসের সম্মানিত সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে সংগঠনের ঐক্য, মর্যাদা ও ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষায় কাজ করতে চাই। নির্বাচনে যারা আমাকে সমর্থন করেছেন এবং যারা করেননি-সকলের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং সকলের গঠনমূলক পরামর্শ সহযোগিতা কামনা করেন।

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোঃ আল এমরান, ফেনি প্রিন্টিং প্রেস, মাইজদী, নোয়াখালী থেকে মুদ্রিত। বসুরহাট কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত। প্রধান কার্যালয় : মাহবুব ম্যানশন চরপার্বতী, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী। বার্তা কার্যালয় : হাজারী টাওয়ার, বসুরহাট, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী। মোবাইল : ০১৮১০-৬২০৬৫০, ০১৮৪৭-২০৬৪৩৫। E-mail : novojoti4@gmail.com